গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭২.০৪৬.৪২.০০.০০৩.২০১৪-১০৮

তারিখ ..... ১৮ চৈত্র, ১৪২১ / ০১ এপ্রিল, ২০১৫

বিষয় ঃ সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি ঃ অনুমোদিত কার্যবিবরণী ১২(বার) ফর্দ।

(খান মোঃ নুরুল আমিন)
পরিচালক
ফোন ঃ ৯১৩৯৭৮২
ই-মেইলঃ director5@pmo.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. নৌবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, বনানী , ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ,ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ,ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১০. সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ারস ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১১. সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
১৭. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
১৯. ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২২. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৩. চেয়ারম্যান, স্পারসো, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
২৪. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিষয় ঃ সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
তারিখঃ ২৪-০৩-২০১৫
সময় ঃ ৩.৩০ মিঃ
স্থান ঃ সভাকক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।

সভার শুরুতে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০/০৮/২০১৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত অদ্যকার সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

০২। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রথমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন ও বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান যে, সমুদ্রসীমা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ/পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেঃ

স্বল্প মেয়াদি ঃ

(ক) অফশোর অঞ্চলে Seismic Survey কার্যক্রমে বেসরকারি কোম্পানীসমূহের প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে Non-exclusive Survey/Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিংসহ Model Agreement চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(খ) Model Agreement অনুসরণে অফশোরে Non-exclusive Survey/Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার লক্ষ্যে বিড আহবানের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। আগামী ২৯-০৩-২০১৫ তারিখ ১২.০১ মিনিটে বিড উন্মুক্ত করা করা হবে।

(গ) নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলশ্রুতিতে অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহবানের লক্ষ্যে সময়োপযোগীভাবে মডেল পিএসসি ২০১৫-এর সংশোধনের খসড়া পরীক্ষাধীন রয়েছে।

মধ্য মেয়াদি ঃ

(ঘ) Model Agreement অনুসরণে অফশোরে Non-exclusive Survey/Multi-Client Seismic Survey কার্যক্রম ২০ মাসে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদি ঃ

(ঙ) মডেল পিএসসি ২০১৫ চূড়ান্ত (প্রাক্কলিত সময় ৬ মাস) হলে এবং Multi-Client Seismic Survey ডাটা পাওয়া গেলে পরবর্তী অফশোর বিডিং আহবান করা হবে।

তিনি জানান সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ এবং মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে নিজস্ব জাহাজ ক্রয়/জাহাজ ভাড়ার জন্য জিএসবি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। তাছাড়া সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও জিএসবি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

তিনি আরো জানান যে, উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি)'র আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের Blocks SS-04 and SS-09 এর জন্য ONGC Videsh Ltd (OVL) –Oil India Ltd (OIL) এর সাথে ২টি এবং ১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Block SS-11 এর জন্য Santos-KrisEnergy এর সাথে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাপেক্স প্রতিটি চুক্তিতে Carried stake হিসেবে ১০% এর অংশীদার। সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে বাপেক্স এর অংশগ্রহণের ফলে অভিজ্ঞ জনবল তৈরী হবে যা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বাপেক্স নিজস্ব উদ্যোগে সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন করতে পারবে। এ ছাড়া উৎপাদন বন্টন চুক্তি'র ১০.২৯ ধারায় পেট্রোবাংলা এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানী সমূহের কর্মকর্তাগণকে সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও পর্যায়ক্রমে বিদেশিদের পরিবর্তে স্থানীয় জনবল দ্বারা IOC এর কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ সচিব আরো জানান সমুদ্র থেকে তেল, গ্যাস আহরণের সময় প্রকৃতির ক্ষতিগ্রস্ততা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য বিদ্যমান মডেল পিএসসি ২০১২-তে Contractor's Obligation [Article 10.6(e), 10.23, 10.27] এবং Protection of Environment [Article 36] আর্টিকেল নতুনভাবে যুক্ত করা হয়েছে। এতে সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রমের সময় পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে বিদ্যমান বাংলাদেশের আইন অনুসরণ এবং পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সমুদ্রের তেল-গ্যাস ব্লকসমূহ কোন একক কোম্পানীর নিকট লীজ না দেয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ এর আওতায় অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের ২টি ব্লক (SS-04, SS-09 & SS-11) এর জন্য ONGC Videsh Ltd (OVL) –Oil India Ltd (OIL) এর সাথে ২টি এবং ১টি ব্লক (SS-11) এর জন্য Santos-KrisEnergy এর সাথে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ এর আওতায় গভীর সমুদ্রাঞ্চলের ৩টি ব্লক DS-12, 16 & 21 এর জন্য ConocoPhillips Asia Pacific New Venture এবং Statoil ASA যৌথ কোম্পানী একটি করে বিড দাখিল করায় এবং অন্য কোন কোম্পানী বিডে অংশগ্রহণ না করায় উক্ত যৌথ কোম্পানীর নিকট ৩ (তিন)টি ব্লক বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব অর্থনৈতিক মন্ত্রিসভা কমিটিতে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

০৩। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব সভায় জানান, বর্ণিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদানের প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত Project Concept Note (PCN) প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষান্তে PDPP (Preliminary Development Project Proforma) আকারে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য বন অধিদপ্তরকে পত্র দেয়ার প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তর সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার নিমিত্ত বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমুদ্রের কাছাকাছি/নিকট দূরত্বে জেগে উঠা চরসমূহকে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণের লক্ষ্যে "Coastal Afforestation in Newly Accreted

Chars of Bay of Bengal" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত Preliminery Development Project Proforma/Proposal (PDPP) তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, উপকূলীয় ভোলা, পটুয়াখালী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার মোট ১,১০,৬৫৮,০০ একর ভূমি বনায়নের পর বন অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় মোট ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে জেগে উঠা চরে বনায়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উপকূলীয় এলাকায় নতুন চর জেগে উঠা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ, জেগে উঠা নতুন চরসমূহকে স্থায়ীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সামুদ্রিক ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে উপকূলীয় এলাকার জনগণের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষার্থে বন অধিদপ্তরের আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছেঃ

(১) Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project.
(২) Community Based Adaptation to Climate Change through Coastal Afforestation in Bangladesh (1st Revised).
(৩) Char Development and Settlement Project-IV (CDSP-IV) (FD Component).

উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ২টি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে:

(১) Integrating Community Based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programs in Bangladesh.
(২) Expanding the Protected Area System to Incorporate Important Aquatic Eco-systems.

০৪। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, দেশের বিশাল জলসম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ০৬/০৯/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অডিটরিয়াম, চট্টগ্রামে "বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা: বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক কন্সালটেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ওয়ার্কশপে জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা প্রণয়ন করা, গবেষণা জাহাজের সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নিধারণ করা এবং নতুন মৎস্য চারণভূমি অনুসন্ধান করা, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতের সাথে বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে বিজিত ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার সাগরে মৎস্য সম্পদের প্রজাতি ভিত্তিক মজুদ, প্রাচুর্য্যতা, বিস্তৃতি, পানির গভীরতাসহ অন্যান্য সমুদ্রবিদ্যা সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণের ব্যবস্থা করার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সুপারিশমালার আলোকে বাস্তবভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ২৯/০৯/২০১৪ তারিখে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও দপ্তরসমূহের অংশগ্রহণে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত মেট্রিক্স আকারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (**Plan of Action**) প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও মালয়েশিয়া সরকারের অর্থায়নে মালয়েশিয়ায় "আর.ভি. মীনসন্ধানী" নামক জরিপ ও গবেষণা জাহাজের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী এপ্রিল/২০১৫ মাসে জরিপ ও গবেষণা জাহাজ বাংলাদেশে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। মৎস্য সম্পদ এর দ্রুত সার্ভে করার উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের নিমিত্ত কারিগরি সহযোগিতা চেয়ে **SEAFDEC** সচিবালয়ে ই-মেইলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **SEAFDEC** সচিবালয় থেকেও ই-মেইলে পত্র যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু

অদ্যাবধি **SEAFDEC** সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। ক্রুজে (অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রায় অংশগ্রহণ, সার্ভে পরিচালনা, মৎস্য চারণক্ষেত্র চিহ্নিত করা, মাছের মজুদ নির্ণয়, সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের গভীরতা নির্ণয়, ক্লোরোফিলের প্রাচুর্য্যতা নির্ণয় ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্রগ্রাম, মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এবং মৎস্য অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তা ও গবেষকগণের সমন্বয়ে টিম গঠন করা হয়েছে।

সচিব জানান যে, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও মালয়েশিয়া সরকারের কারিগরি সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প থেকে বিদেশে ১০ জন কর্মকর্তাকে এবং দেশে ৯৮১ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জরিপ ও গবেষণা জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পরিচিতি ও পরিচালনার নিমিত্তে সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্কীপার, ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, মেট ও ট্রলার মাস্টার এর ৫(পাঁচ) জনের একটি গ্রুপ মালয়েশিয়ায় ফেব্রুয়ারি/১৫ থেকে ২৮দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণরত রয়েছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় Iceland এর United Nations University-তে Fisheries Training Programme এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যম পর্যায়ের ১(এক) জন কর্মকর্তা মেরিন এ্যান্ড ইনল্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস এ্যাসেসমেন্ট এ্যান্ড মনিটরিং (Stock Assessment) বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণে রয়েছেন। স্থানীয়ভাবেও নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের বর্তমান সীমিত জনবল দিয়ে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিশাল সমুদ্র সম্পদকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আনয়ন সম্ভব নয় বিধায় বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রেখে একটি সময়োপযোগী খসড়া অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়েছিল। সম্প্রতি অর্গানোগ্রামের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত জনবল বাদ দিয়ে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আরো জানান যে, দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ এবং অননুমোদিত ফিশিং রোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পুলিশ বাহিনী এর মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং অক্টোবর/১৪ থেকে ফেব্রুয়ারি/১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারতের ২২টি, শ্রীলংকার ৪টি ও মায়ানমারের ২টি সহ মোট ২৮টি ট্রলার/ফিশিং বোট আটক করে আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদারকরণের বিষয়টি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায়ও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ১টি মাত্র সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট রয়েছে। প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে বর্তমানের ১টি সহ সর্বমোট ৪৩টি সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট এর প্রস্তাব করা হয়েছিল। নতুন ৮টির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। আরো ৩৪টি নতুন সার্ভিল্যান্স চেকপোস্ট এর প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী উচ্চ অভিগমণ-প্রবণ (Highly Migratory) সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এবং অন্যান্য Regional Fisheries Management Organization এ সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ মৎস্য সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন- IUCN, INFOFISH, USAID, FAO, BOBLME, BOBP-IGO, WorldFish, UNIDO, NACA কাজ করছে। বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং বিদেশি ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা গত ১৪/০৫/২০১৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক সহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিভিন্ন তারিখে প্রকাশিত হয়। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মর্মে সচিব সভাকে অবহিত করেন।

০৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর মহাপরিচালক জানান, সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অপারেশন্স পরিদপ্তর উপকূল ও সমূদ্রে কোস্ট গার্ডের নজরদারী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৪টি মিডিয়াম হেলিকপ্টার সম্বলিত একটি এভিয়েশন উইং খোলার নিমিত্ত নীতিগত অনুমোদনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। ০২টি ইনশোর পেট্রোল ভেসেল ও ০২টি ফাস্ট পেট্রোল বোট ক্রয়ের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের সাথে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আরও ০২টি হারবার পেট্রোল বোট ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত এলাকায় সার্বক্ষণিক নজরদারীর জন্য ০৮টি Offshore Patrol Vessel (OPV) ক্রয়/নির্মাণের জন্য জি টু জি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ইতালীয়ান নৌবাহিনীর ০৪টি মিনারভা ক্লাস করভেটকে ওপিভিতে রুপান্তর করত: ১০৫ মিলিয়ন ইউরো (৯৬৬ কোটি টাকা) ব্যয়ে ক্রয়ের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। 'অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব ০৩টি ইনশোর পেট্রোল ভেসেল (আইপিভি), ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ৬টি হাই স্পীড বোট ক্রয় পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নারয়ণগঞ্জে ০২টি হারবার পেট্রোল বোটের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, আরও ১০টি হাই স্পীড বোট (বড়) এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কোস্ট গার্ডকে একটি যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিশেষ কিছু প্রকল্পসমুহের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও মায়ানামারের সমুদ্র সীমানা এবং সেন্টমার্টিন্স হতে এলিফ্যান্ট পয়েন্ট পর্যন্ত ২০০ কিলোমিটার এরিয়ায় কোস্ট গার্ড কর্তৃক নিশ্চিত নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক নজরদারীর নিমিত্ত উক্ত এলাকায় কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুমোদিত সেন্টমার্টিন্স স্টেশনকে কম্পোজিট স্টেশনে এবং শাহপুরী ও টেকনাফ আউটপোস্টকে কম্পোজিট আউটপোস্টে রুপান্তরসহ নতুন করে ৫০৮ জন জনবল, ১টি আইপিভি ও ১৩ টি হাই স্পীড বোট টিওএন্ডইতে অন্তভূক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৬। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)-এর মহাপরিচালক জানান, সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সমুদ্রের কাছাকাছি/নিকট দূরত্বে জেগে উঠা চরসমূহকে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) দূর অনুধাবন ও GIS প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার জন্য বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (GIS) স্থাপনের বিষয়টি নীতিগতভাবে গৃহীত হলে এই তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা উপস্থাপন করা হবে। তাছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পর্যায়ক্রমে ম্যানগ্রোভ বনের পরিমাণ নির্ণয়ের অংশ হিসাবে মনপুরা দ্বীপের উপর গবেষণা কার্যক্রম স্পারসোর নিজেস্ব অর্থায়নে সম্পাদিত হচ্ছে। দূর অনুধাবন, GIS এবং GNSS প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবর্তন প্রদর্শন ও মানচিত্রাংকনের কার্যক্রমটি স্পারসোর নিজেস্ব অর্থায়নে সম্পাদিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক ফান্ড পাওয়া গেলে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) দেশীয় জনবল দিয়ে দূর অনুধাবন, GIS এবং GNSS প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সমুদ্রসীমায় ফিসিং জাহাজ মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। Ocean Color Monitoring using MODIS data বিশ্লেষণ করে Fishing Zone Monitoring and Mapping over Bay of Bengal কার্যক্রমটি স্পারসোর নিজেস্ব অর্থায়নে সম্পাদিত হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

০৭। নৌবাহিনী'র প্রতিনিধি জানান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে গঠনের লক্ষ্যে দু'টি সাবমেরিন ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমুদ্র এলাকায় চোরাচালান ও অন্যান্য দুর্বৃত্তদের কার্যক্রম রোধকল্পে Special Warfare, Diving and Salvage (SWADS) কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের সমুদ্র সম্পদ রক্ষা এবং দুর্যোগকালে দ্রুত সাহায্য পৌঁছানোর নিমিত্ত উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নৌঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি নৌঘাঁটিসহ পুর্নাংগ সুবিধাসম্বলিত নেভাল এয়ারস্টেশন এবং সাবমেরিন ঘাঁটি স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৮। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের সমন্বয়ে সী ক্রুজের/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে নৌ প্রটোকল, আইন ইত্যাদি রিভিজিট করা হবে। তাছাড়া নদী ভিত্তিক পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৯। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান নৌ প্রটোকলে যাত্রীবাহী নৌযান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেনার পরিবহন করতে হবে যাতে মহাসড়কের ওপর চাপ কম পড়ে। তাছাড়া পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের জাহাজমারা চর পয়েন্টে জাহাজ নির্মাণ ও পনুঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র না পাওয়ায় উক্ত জেলায় জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন পায়রা নদীর মোহনায় অথবা বরগুনা সদর উপজেলার নলটোলা ইউনিয়নের বিশখালী নদীর পাড়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও রিসাইক্লিং জোন স্থাপনের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১১। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট সচিব সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জানান যে, ভারত-বাংলাদেশ-মিয়ামানমার সমুদ্রসীমা বিষয়ক গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ঘোষিত বেজলাইন আনক্লস অনুযায়ী সংশোধন ও পুন:নির্ধারণ হয়েছে। The Territorial Waters and Maritime Zones Act – 1974 আনক্লস অনুযায়ী সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করার লক্ষ্যে আইন কমিশন ইতোমধ্যে একটি খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করেছে। রাষ্ট্রীয় জনসীমায় বিদেশি যুদ্ধজাহাজের Innocent Passage এবং বাংলাদেশের জলসীমার বাণিজ্যিক বিমান রুটে রাজস্ব আয়, সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে আইন প্রয়োগ করার ব্যাপারে নির্দিষ্টকরণ, EEZ অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশি মাছ ধরার জাহাজ আটক, High Sea তে জাহাজ চলাচল এবং নৌবাহিনী কর্তৃক বাণিজ্যিক জাহাজে আরোহণ, মহিসোপানে বাংলাদেশের মৎস্য আহরণ, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাগ স্টেট এবং পোর্ট স্টেট হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব, সামুদ্রিক গবেষণা কার্যক্রম। রেডক্লিক রোয়েদাদ অনুযায়ী ইছামতি-কালিন্দি-রায়মংগল নদীতে সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো জানান বিশাল এই সমুদ্রসীমায় মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। এই সম্পদের সঠিক তথ্য, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আহরণ বিষয়ে আমাদের দ্রুত সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের মাছের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

১২। অত:পর সভাপতি বলেন যে, সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সম্পদ আহরণ, গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিদেশি নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা, সমুদ্র সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা ইত্যাদি বিষয়ে কার দায়িত্ব কী হবে সে বিষয়ে সকলেই অবহিত হয়েছেন। সকলকেই স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সময়মত বাস্তবায়ন করতে হবে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ আহরণ, সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধান, মৎস্য সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে দক্ষ জনবল তৈরির উপর নজর দেয়ার পরামর্শ দেন ।

<u>সিদ্ধান্তসমূহ</u> ঃ

ক. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ আগামী ৪(চার) সপ্তাহের মধ্যে কমিটির সমন্বয়কারী মুখ্য সচিব এবং সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ও আহবায়ক,ওয়ার্কিং টীম-এর নিকট প্রেরণ করবে;

বাস্তবায়নে ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা।

খ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট-কে আহবায়ক করে, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট পরিচালক -এর সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং টীম গঠন করা হ'ল। গঠিত টীম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয় করবে।

বাস্তবায়নে ঃ সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট ও আহবায়ক,ওয়ার্কিং টীম

গ. সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান কোর্স চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

বাস্তবায়নে ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঘ. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করার লক্ষ্যে বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা ট্রেনিং/ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

বাস্তবায়নে ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা এবং বাপেক্স।

ঙ. লিডিং বিভাগ হিসেবে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর সভার আয়োজন করবে।

বাস্তবায়নে ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

চ. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে পরবর্তী সভাগুলোতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

ছ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্পারসো'র চেয়ারম্যানকে সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটিতে কো-অপ্ট করা হ'ল।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

পরিশেষে, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিগত ২০.০৮.২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসহ অদ্যকার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সম্ভব সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।